SPC WORLD EXPRESS LTD

এর

# শরয়ী বিধান


মোহাম্মদ আমীর হোসাইন

শাইখ আবু সাঈদ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার

নবোদয় হাউজিং, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

আস্ সালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ,

বরাবর মুফতি সাহেব

শাইখ আবু সাঈদ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার

নবোদয় হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিষয়- ফ্রিল্যান্সিং ব্যবসা সম্পর্কে।

**প্রশ্ন :** বর্তমান এস পি সি নামে একটি ব্যবসা চলছে, নেট থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করে বারোশো টাকা দিয়ে একাউন্ট খুলতে হবে। অতঃপর প্রতিদিন পাঁচটি করে এ্যড দেখে দৈনিক ১০/১২ টাকা করে আয় করা যায়, যার সংক্ষিপ্ত সিস্টেম নিম্নরূপ-

মোবাইলের প্লেস্টোর হতে অ্যাপ ডাউনলোড করে এস পি সি ব্যবহারকারি অন্য যেকোন আরেকজনের রেফারে ইন্সটল করতে হবে এবং বারোশো টাকা দিয়ে একাউন্ট খুলতে হবে, (অন্য কারো মাধ্যম বা ভায়া ছাড়া সরাসরি কোম্পানির সাথে চুক্তি করা যাবে না এবং যার মাধ্যমে তথা রেফারে এ ব্যক্তি আইডি খুলবে তার এই আইডি খোলার কারণে তার উপরের ২০ জেনারেশন পর্যন্ত তার থেকে একটা পার্সেন্টেজ পাবে, এমনিভাবে পরবর্তীতে সে নিজেও এই একই নিয়মানুসারে তার নিচের ২০ জেনারেশন পর্যন্ত প্রত্যেকে থেকে বিনা শ্রমে পারসেন্ট পেতে থাকবে) এজন্য তাকে একাউন্টের নামে কোম্পানিকে বারোশো টাকা দিতে হবে, অথবা কোম্পানি হতে বারোশো পয়েন্ট পাওয়া যায় এই পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে হবে। বারোশো টাকা জমা না দিলে বা পণ্য কিনে পয়েন্ট জমা না করলে কোম্পানি থেকে চাকরির মাধ্যমে হোক বা ব্যবসার মাধ্যমে হোক ইনকাম করার জন্য মেম্বার হওয়া যায় না। (অবশ্য উপরের পর্যায়ের অনেকে বারোশো টাকার স্থলে ৭০০ টাকা দিলেও একাউন্ট করে দেয়) টাকা জমা দিয়ে বা পণ্য কিনে মেম্বার হবার পর পর্যায়ক্রমে নিচের ধাপগুলো অতিক্রম করলে বা সে অনুযায়ী কাজ করলে এখান থেকে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় আসতে থাকবে, ধাপগুলো হচ্ছে-

**প্রথম ধাপ-** প্রতিদিন ৫টি করে বিজ্ঞাপন দেখা, যার মাধ্যমে ১০/১২টাকা তার একাউন্টে জমা হবে।

**দ্বিতীয় ধাপ-** কাউকে রেফার করার মাধ্যমে রেফারকারি ব্যক্তি পাবে ৪০০ হতে ৫০০ টাকা, তবে শর্ত হলো যাকে রেফার করেছে ওই ব্যক্তি এই রেফার এর মাধ্যমে একাউন্ট খুলতে হবে।

**তৃতীয় ধাপ-** একটি একাউন্ট এর অধীনে ১২ টি একাউন্ট বা আইডি থাকলে তাকে রয়েল একাউন্ট বলা হয়, রয়েল একাউন্ট এর সুবিধা হলো তার নিচে যে ১২ টি আইডি থাকলো



তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে রয়েল অ্যাকাউন্টের মালিক একটা ডিসকাউন্ট পাবে এবং কোম্পানির লভ্যাংশের ২০% কমিশন পাবেন।

**চতুর্থ ধাপ-** এমনিভাবে এস পি সি অ্যাপ ব্যবহারকারী তার একাউন্টে টাকা জমা হলে সে টাকা তুলতে চাইলে সেখান থেকে কোম্পানি কিছু কেটে রাখবে, সরকারি কিছু ভ্যাট কাটবে, এমনিভাবে যার মাধ্যমে টাকা উঠাবে অর্থাৎ এজেন্ট সেও কিছু টাকা কেটে রাখবে, অতঃপর নিজে কিছু পাবে।

**পঞ্চম ধাপ-** প্রতি বছর বছর তার একাউন্টটি ১২০০ টাকা দিয়ে রিনিউ করতে হবে নচেৎ তা অটোমেটিক বন্ধ হযে যাবে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কোম্পানি প্রদত্ত কয়েকটি কাগজ পত্রের নমুনা প্রদর্শন করা হচ্ছে-

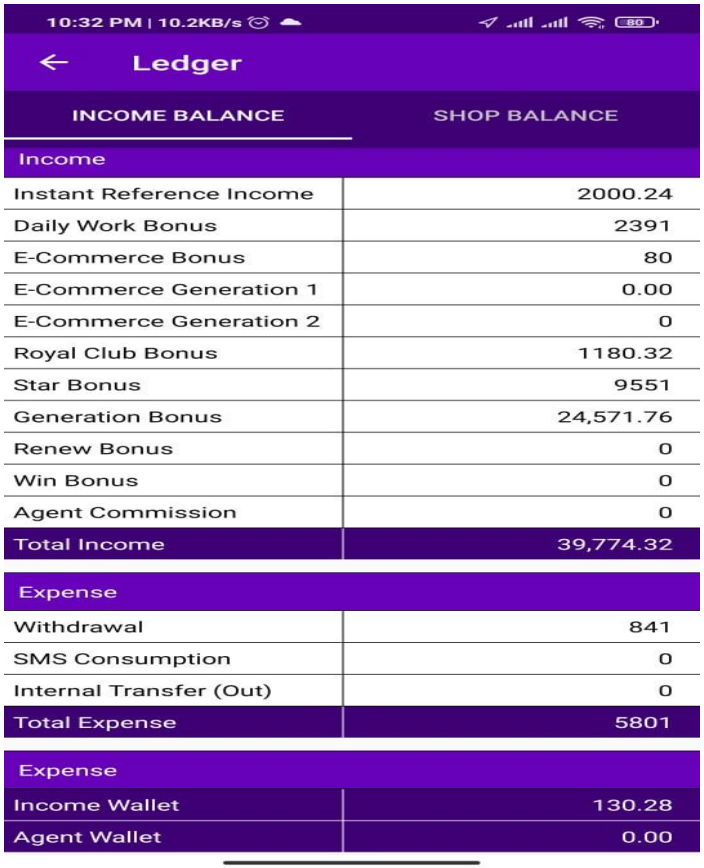

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

www.spcworldexpress.com

# SPC World Express

We are family

Fast come fast earn

| | |
|---|---|
| Joining Package | : Standard Pack= 1200 Tk |
| *work | : Web site visit , Youtube visit & Freelancing |
| *Membership card | |
| *Sponsor refer bonus | : 400 Tk |
| *Generation bonus | : 1st Generation bonus 100 Tk |
| | : 2nd Generation bonus 50 Tk |
| | : 3rd to 20th Generation bonus 10 Tk |

Club Member:

Royal Member: Profit Share 20%

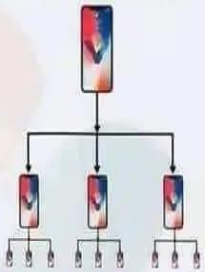

**# Generation**

| | |
|---|---|
| 1st Generation | :- 1x3 = 3x100 = 300 Tk. |
| 2nd Generation | :- 3x3 = 9x50 = 450 Tk. |
| 3rd Generation | :- 9x3 = 27x10 = 270 Tk. |
| 4th Generation | :- 27x3 = 81x10 = 810 Tk |
| 5th Generation | :- 81x3 = 243x10 = 2,430 Tk |
| 6th Generation | :- 243x3 = 729x10 = 7,290 Tk |
| 7th Generation | :- 729x3 = 2,187x10 = 21,870 Tk |
| 8th Generation | :- 2,187x3 = 6,561x10 = 65,610 Tk |
| 9th Generation | :- 6,561x3 = 19,683x10 = 1,96,830 Tk |
| 10th Generation | :- 19,683x3 = 59,049x10 = 5,90,490 Tk |
| 11th Generation | :- 59,049x3 = 1,77,147x10 = 17,71,470 Tk |
| 12th Generation | :- 1,77,147x3 = 5,31,441x10 = 53,14,410 Tk |
| 13th Generation | :- 5,31,441x3 = 15,94,323x10 = 1,59,43,230 Tk |
| 14th Generation | :- 15,94,323x3 = 47,82,969x10 = 4,78,29,690 Tk |
| 15th Generation | :- 47,82,969x3 = 1,43,48,907x10 = 14,34,89,070 Tk |
| 16th Generation | |
| 17th Generation | |
| 18th Generation | |
| 19th Generation | |
| 20th Generation | |

**# Incentive Bonus**

| | |
|---|---|
| Coxs bazar biman tour | :- 50 + 50 + 50 = 150 Member. |
| * One Start Royal | :- 100 + 100 + 100 = 300 Member - Profit share 17.50% + India Sikkim biman tour. |
| ** Two Start Royal | :- 600 + 600 + 600 = 1800 Member - Profit share 15% + Nepal biman tour. |
| *** Three Start Royal | :- 1,000 + 1,000 + 1,000 = 3,000 Member - Profit share 12.50% + Thailand tour. |
| **** Four Start Royal | :- 3,000 + 3,000 + 3,000 = 9,000 Member - Profit share 10% + Malaysia tour. |
| *****Five Start Royal | :- 5,000 + 5,000 + 5,000 = 15000 Member - Profit share 7.50%+ Laptop Ipad -1,00,000 Tk |
| ****** Six Start Royal | :- 10,000 + 10,000 + 10,000 = 30,000 Member - Profit share 5% + Bike - 2,50,000 Tk. |
| ******* Seven Start Royal | :- 15,000 + 15,000 + 15,000 = 45,000 Member - Profit share 2.50% + Car - 25,00,000 Tk. |



# SPC WORLD EXPRESS LTD.

F Hague Tower, Lebel-6, 107 Bir Uttam CR Dutta Road, Dhaka 1205

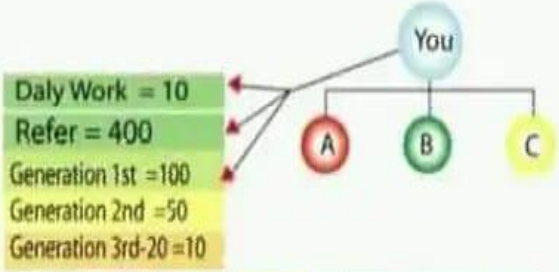


Daly Work = 10
Refer = 400
Generation 1st =100
Generation 2nd =50
Generation 3rd-20 =10

| Rank | A | B | C | | Tour/Gift |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Club | 3 | 3 | 3 | 20% | Daly 20-200 Taka |
| 1 ☆ | 100 | 100 | 100 | 17.5% | Sikkim Tour |
| 2 ☆ | 600 | 600 | 600 | 15% | Nepal Tour |
| 3 ☆ | 1000 | 1000 | 1000 | 12.5% | Tailand Tour |
| 4 ☆ | 3000 | 3000 | 3000 | 10% | Malaseya Tour |
| 5 ☆ | 5000 | 5000 | 5000 | 7.5% | 100000/- |
| 6 ☆ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5% | 2,50,000/- |
| 7 ☆ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 2.5% | 25,00000/- |
| Derector | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1% | 1,00,00000/- |

| | | Work | |
|---|---|---|---|
| 1 ID | Joning- 1200 Unit (1200/-) | | Monthly-300/- |
| 13 ID | Joning- 15600 /- | Refer+Generation -5500/- | Monthly-4500/- |
| 50 ID | Joining- 60,000 /- | Refer+Generation -25,000/- | Monthly-18000/- |
| 100 ID | Joning- 120,000 /- | Refer+Generation -50,000/- | Monthly-36,000/- |

এটা হলো কোম্পানির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা যা আমি নিজে কর্মরত থেকে কোম্পানির বিভিন্ন কাগজ-পত্র এবং কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ থেকে জানতে পারলাম। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে এখন আমার জানার বিষয় হল, উক্ত অ্যাপ ব্যবহার করে উপরোল্লেখিত সূরতে SPC WORLD EXPRESS LTD থেকে টাকা ইনকাম করা এবং তা ভোগ করা জায়েজ হবে কিনা ?

নিবেদক
মোঃ শরিফুল ইসলাম
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

**و عليكم السلام و رحمة الله**

**حامدا و مصليا و مسلما . بسم الله الرحمن الرحيم**

**উত্তর :** এস পি সি যার বিস্তারিত 'সুপার পাওয়ার কমিউনিটি' এটি মূলত মাল্টিলেভেল মার্কেটিং এর নতুন একটি রূপ। যেসমস্ত কারণে ফোকাহেকেরাম এম, এল, এম (মাল্টিলেভেল মার্কেটিং) কেন্দ্রিক সমস্ত কোম্পানিগুলোকে নাজায়েয ও হারাম ঘোষণা করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলো কারণ'ই এস পি স'র মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মাল্টিলেভেল মার্কেটিং এর মত এটিও সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম একটি ব্যবসা বা কাজ। তাই কোন মুসলমানের জন্য ব্যবসার নামে এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা কোনভাবেই জায়েজ হবে না। নিম্নে এটি জায়েজ না হওয়ার কারণগুলো ক্রমান্বয়ে পর্যালোচনামূলক উল্লেখ করা হচ্ছে-

**প্রথমত কারণ- ধোঁকাবাজি।**

এতে এমন সব লোকেরা বিজ্ঞাপন গুলো দেখে থাকেন, যাদের মধ্য থেকে অধিকাংশরই উক্ত পণ্যটি কেনার কোন ইচ্ছে থাকে না, বরং ক্রেতার কাছে উক্ত পণ্যটির চাহিদা দেখানোর জন্য, ভিউ বেশি বুঝাতে ক্লিক করে ভিউ বাড়ানো হয়ে থাকে। যা সম্পূর্ণভাবে আরেক মুসলমানকে ধোকা দেয়ার অন্তর্ভুক্ত, আর ধোঁকা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন -



من غشنا فليس منا

যে ব্যক্তি আমাদেরকে (মুসলিম কে ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুতরাং চাহিদা না থাকার পরও শুধুমাত্র (অন্যকে চাহিদা আছে এটা) বোঝানোর জন্য ক্লিক করে ভিউ বেশি দেখানো এটা ধোঁকাবাজি, যা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েজ ও হারাম।

**দ্বিতীয় কারণ - গ্রাহক ও কোম্পানির মাঝে টাকা আদান প্রদানের ভিত্তি অস্পষ্ট হওয়া এবং এক চুক্তির মাঝে একাধিক চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা ।**

'এস পি সি এ্যপ' যা মানুষ ব্যবহার করে থাকে টাকা ইনকামের জন্য, এখন টাকা ইনকামের এই পন্থাটা বা কোম্পানির সাথে অ্যাপ ব্যবহারকারীদের সাথে কি চুক্তিতে টাকা আদান-প্রদান হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট অর্থাৎ যারা অ্যাপ ডাউনলোড করে এবং কোম্পানিতে একাউন্টের নামে টাকা জমা দিয়ে অ্যাড দেখে টাকা ইনকাম করছে, তারা কি কোম্পানির সাথে এটা ব্যবসায়ী চুক্তির ভিত্তিতে করছে? নাকি চাকরির ভিত্তিতে করছে? তা অস্পষ্ট। অথচ এটা স্পষ্ট হওয়া জরুরী ছিল, (তর্কের খাতিরে) যদি বলা হয়- যে কোম্পানির সাথে এটা ব্যবসায়ী চুক্তির ভিত্তিতে করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যবসার জন্য যেসমস্ত শর্তসমূহ রয়েছে তার প্রায় কোনটি'ই এখানে বিদ্যমান নেই, আর যদি বলা হয় যে- কোম্পানির সাথে এটা চাকরীর ভিত্তিতে করছে এবং এ্যডগুলো সে চাকরী হিসেবে দেখে, অর্থাৎ প্রতিদিন সে পাঁচটি অ্যাড দেখবে এর বিনিময় ১০/১২ টাকা করে পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে- চাকরি হলো- চুক্তি অনুযায়ী শ্রম দিবে এবং এর বিনিময় সে পারিশ্রমিক পাবে। এর বাহিরে 'চাকরি করে টাকা নিতে হলে বা তার সাথে ব্যবসা করতে হলে তাকে একাউন্টের নামে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হবে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যক্রয় করে তার গ্রুপে যোগ দিয়ে মেম্বার হতে হবে, (আমাদের জানা মতে) সহীহ পদ্ধতিতে ব্যবসার এরকম কোনো দৃষ্টান্ত ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং আমরা জানি যে- চাকরির জন্য কোনো টাকা জমা দিতে হয় না বা এভাবে টাকা জমা দিয়ে একাউন্ট করতে হয় না অথচ এখানে তা বাধ্যতামূলক, শুধু তাই নয় বরং এটা এমন একটা শর্ত যা ছাড়া তাকে কাজের সুযোগ'ই দেয়া হবে না, অর্থাৎ কেউ যদি পণ্য ক্রয় না করে বা বারশত টাকা জমা না দিয়ে শুধুমাত্র এড দেখল, তাহলে কিন্তু সে এড দেখার পারিশ্রমিক হিসেবে

কোন টাকা পাবে না, এমনকি এখানে সে এই চাকরি বা ব্যবসার সুযোগও পাবে না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে তাঁর এই ব্যবসা/চাকরিটা এবং ব্যবসা/চাকরি করে টাকা পাওয়াটা, এর জন্য শর্ত হল- ১২০০ টাকা জমা দেয়া বা মেম্বার হওয়ার শর্তে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করা।

মোটকথা- এখানে তার এই ব্যবসা/চাকরির মাধ্যমে টাকা ইনকামের জন্য শর্ত হলো- মেম্বার হওয়ার নামে পণ্য ক্রয়/১২০০ টাকা জমা দেয়া। এমনিভাবে আবার শুধুমাত্র টাকা জমা দিলেই সে ইনকাম করতে পারবে না বরং তাকে এড দেখতে হবে, সুতরাং এখানে এড দেখে টাকা ইনকাম এর জন্য মেম্বার হওয়া শর্ত, আবার টাকা জমা দিয়ে প্রতিনিয়ত ইনকাম করতে চাইলে এড দেখা শর্ত। সুতরাং আমরা এখানে একটাকে আরেকটার জন্য শর্তযুক্ত দেখছি অর্থাৎ এক চুক্তির মধ্যে আরেকটা চুক্তি। অথচ এক চুক্তির মাঝে একাধিক চুক্তির সম্পর্কে সর্ম্পকে হাদিসে আছে -

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চুক্তির মাঝে একাধিক চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন।(মুসনাদে আহমাদ, হা: নং-৩৭৮৩)

সুতরাং এস পি সির মাধ্যমে টাকা ইনকাম জায়েয না হওয়ার এটাও আরেকটা কারণ।
মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য এস পি সি এর কর্মকর্তাগণ তাদের বারোশো টাকা নেয়ার পক্ষে একটি খোঁড়া যুক্তি পেশ করে থাকে, তাহলো যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য একটা ফি প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনিভাবে এখানেও ১২শত টাকা ভর্তির জন্য একটি ফি নেয়া হচ্ছে, তাদের এ খোঁড়া যুক্তির উত্তরে বলা যায়- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য সেবামূলক যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট একটি ফি ধরা হয়, এটা এজন্য যে সেটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এ ফি প্রদান করা মানেটা হলো তার সেবা নিশ্চিত করণার্থে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তাদের ফি নেয়ার তুলনা করাটা কোনভাবে'ই সঠিক হতে পারে না, কেননা সেগুলো হলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আর এস পি সি হলো একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেখানে উভয়টির কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন, জনসাধারণকে ধোকা দেয়ার জন্য এটা তাদের একটি খোঁড়া যুক্তিমাত্র, যা



অনেকেই বুঝতে পারে না। আলোচনা দীর্য়ায়িত হয়ে বিরক্তিকর হওয়ার আশংকায় এখানে তার বিস্তারিত খন্ডন করা হচ্ছে না , বরং এখানে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে- এক জায়গার কিছু বিষয় দিয়ে আরেক জায়গায় যুক্তি পেশ, করা কাঠালের উপর অনুমান করে তরমুজে সিক মারার মত'ই অযৌক্তিক বিষয়।

## তৃতীয় কারণ- শ্রম ছাড়া পারিশ্রমিক।

প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণনানুযায়ি S P C WORLD EXPRESS LTD থেকে আয়ের আরেকটি পন্থা হলো- রেফার করা, অর্থাৎ- এস পি সি ব্যবহারকারি সদস্য অন্য কাউকে যদি এটা রেফার করে এবং সে যদি এটা ইনষ্টল করে অ্যাকাউন্ট খোলে, তাহলে যে ব্যক্তি রেফার করলো তার একাউন্টে ৪০০ টাকা জমা হবে। এভাবে সে তিন জনকে রেফার করলে এ.বি.সি এই তিন প্লেসমেন্টে সে বারোশো থেকে পনেরশো টাকা পাবে এবং এদের পরবর্তীদের ২০ জন থেকে রেফারকারি একটা নির্দিষ্ট কমিশন পেতে থাকবে যার জন্য রেফারকারিক কোনপ্রকার কষ্ট করতে হবে না অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি শুধু একজনকে রেফার করে দিলে এবং সে যদি পরবর্তী অন্যদেরকেও রেফার করতে থাকে এভাবে নিচের দিকে প্লেসমেন্ট বা সদস্য বাড়তে থাকে তাহলে প্রথম ব্যক্তির একাউন্টে একটা নির্দিষ্ট সময় (তথা ২০জেনারেশন) পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা যোগ হতে থাকবে, প্রথমজন এখানে আর কোন শ্রম-মেধা ব্যয় না করলও কোন অসুবিধা নেই, অর্থাৎ শ্রম ছাড়া'ই পারিশ্রমিক পেতে থাকবে।

এমনিভাবে তার নিচের এ. বি. সি. এই তিন প্লেসমেন্টে যদি প্রতিটিতে ১০০ করে তিন প্লেসমেন্টে মোট ৩০০ সদস্য থাকে তাহলে সে হবে 1star, আর 1star হলে কোম্পানির পক্ষ থেকে তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে, এমনিভাবে প্রতি প্লেসমেন্টে যদি ৬০০ করে মোট ১৮০০ সদস্য থাকে তাহলে সে হবে 2star, 1star তুলনায় এ ব্যক্তিকে আরো বড় পুরস্কার দেয়া হবে, এমনিভাবে নিচে যত সদস্য বাড়তে থাকবে অটোমেটিকভাবে এ ব্যক্তি উপর থেকে তার পুরস্কার অথবা বেতন বাড়তি পেতে থাকবে, শ্রম দিক বা না দিক।

কোন কোন ভাই এ বিষয়ে আপত্তি তুলতে পারে যে, আমাদেরকেও শ্রম দিতে হয়। তাদের উত্তরে বলা যায় যে- হাজার হাজার ব্যক্তি হতে দু একজন হয়তো শ্রম দিয়ে থাকেন। তাছাড়া আপনি শ্রম না দেওয়ার পরও যদি আপনার নিচের প্লেসমেন্টে সদস্য

বাড়তো, সেখান থেকে কি আপনি পার্সেন্টিজ পেতেন না ? অবশ্যই পেতেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, পার্সেন্টেজ বা সদস্য বাড়ার বেনিফিট পাওয়ার জন্য শ্রম দেওয়া শর্ত নয়, বরং কোম্পানির সিস্টেম'ই হলো যে, শ্রম দিক বা না'ই দিক নিচের প্লেসমেন্ট বা সদস্য বাড়তে থাকলে অটোমেটিক তার বেতন বা পুরস্কার পেতে থাকবে। পুরস্কার পাওয়ার জন্য এখানে তাকে শ্রম দেয়া শর্ত নয়। বরং তার নিচের দিকে প্লেসমেন্ট তথা সদস্য বাড়াই শর্ত। সদস্য তার নিজের শ্রমের মাধ্যমে বাড়ুক বা অন্য কারো শ্রমে বাড়ুক, সেটা দেখার বিষয় নয়। সুতরাং ঘুরেফিরে কথা ঐ জায়গায় এসে যায় যে, এখানে সে শ্রমহীন বিনিময় পাচ্ছেন। আর শ্রমহীন বিনিময় অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ ও সুদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রঈসুল মুফাসসিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.)-

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

এই আয়াতের তাফসীরে বলেন-

يأكله بغير عوض.

অর্থাৎ- এক পক্ষের বিনিময় ছাড়া অপর পক্ষ কোন কিছু ভোগ করলেই তা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ (আকলু বিল বাতিল) এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(আহকামুল কোরআন, ৩/১২৭পৃঃ)

সুতরাং এস পি সি জায়েজ না হওয়ার এটাও আরেকটা কারণ যে, এক পক্ষের বিনিময় ছাড়া অপর পক্ষ কোন কিছু ভোগ করা অর্থাৎ পরিশ্রম না করেও পারিশ্রমিক নেয়া বা পাওয়া।

## চতুর্থ কারণ : পারিশ্রমিক বিহীন শ্রম।

এস, পি, সি কর্ম-কর্তাদের নিজস্ব ভাষ্যনুযায়ি এটা একটা চাকরি, সুতরাং তাদের কথা উপর ভিত্তি করেও যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলেও আমরা জানি যে, চাকুরী হল শ্রমিক তার শ্রমানুপাতে (অর্থাৎ- যতটুকু কাজ করবে ততটুকু) পারিশ্রমিকের প্রাপ্য হবে। অথচ এস পি সি'তে আমরা দেখছি শ্রমিক শ্রম দিচ্ছে অথচ তারা পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। যেমন কোন ব্যক্তি যদি তার আইডি থেকে অনেক জনকে (এস পি সি) রেফার করে কিন্তু তাদের কেউ'ই ইনস্টল না করে বা একাউন্ট না খোলে, তখন এই ব্যক্তি কোনই



পারিশ্রমিক পাবেনা, বরং এখানে তার শ্রম এবং কষ্টটা সম্পূর্ণ বৃথা। যেটাকে বলা হয় বিনিময়হীন শ্রম। অথচ চুক্তি সহহি হওয়ার জন্য পারিশ্রমিক যেভাবে সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে ঠিক তেমনিভাবে শ্রমানুপাতে পারিশ্রমিকটাও পূর্ণ আদায় করে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন-

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিপক্ষে আমি বাদি হবো, ১. যে ব্যক্তি কাউকে আমার নামে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করেছে। ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। ৩. যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক থেকে পূর্ণ শ্রম আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করেনি। (বুখারি শরীফ, হাঃ নং-২২২৭)

এস পি সি নাজায়েয হওয়ার জন্য এটাও আরেকটা কারণ।

## পঞ্চম কারণ- অন্যের টাকা/সম্পদ আত্মসাৎ।

এমনিভাবে গ্রাহকগণ তাদের একাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা হওয়ার পরে সে টাকা উত্তোলন করতে গেলে সেখান থেকে কোম্পানির ভ্যাট নামে কিছু টাকা কর্তন করে রাখা হয়, এজেন্ট কর্তৃক কিছু টাকা কর্তন করা হয়, এমনিভাবে সরকারি ভ্যাট নামে কিছু টাকা কর্তন করে রাখা হয় এবং অবশিষ্ট টাকা তাকে দেওয়া হয়। তার কষ্টার্জিত টাকা যেটা কোম্পানি তার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছেন সেখান থেকে কোম্পানি ভ্যাট, এজেন্ট এর পার্সেন্টেজ, সরকারের ভ্যাট ইত্যাদি নামে যে টাকা কেটে রাখা হয়। এটা জোর করে ভোগ দখলের অর্ভুক্ত। এস পি সি নাজায়েজ হওয়ার এটাও একটা কারণ। এমনিভাবে রিনিউ এর নামে প্রতি বছর বছর গ্রাহকদের থেকে টাকা নেয়া, এটারও কোনো ভিত্তি ও যুক্তি নেই বরং এটাও জনগণের টাকা বা সম্পদ আত্মসাতের একটা অপকৌশল মাত্র। যা 'সূরা বাক্বারা'র ১৮৮নং আয়াতে নিষিদ্ধ اكل بالباطل ( আকলু বিল বাতিল) এর অন্তর্ভুক্ত।

**ষষ্ঠ কারণ- অন্যের সম্পদ আটকে রাখা।**

উক্ত কোম্পানির আরেকটি নিয়ম হলো ৫০০ টাকার কম হলে একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেনা। কোন ব্যক্তি কাজ করে টাকা উপার্জন করল আর তার পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট একটা একাউন্টে জমা হলো। এখন এখান থেকে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার নিচে যদি উত্তোলন করা না যায়, তাহলে কোনো কারণবশত যদি ওই ব্যক্তি ওই ৫০০টাকা পর্যন্ত পৌছাতে পারল না, আর কোম্পানিও ওই ব্যক্তিকে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকায় পৌঁছাতে না পারার কারণে বা ওই টাকা তার অ্যাকাউন্টে থাকতে'ই হবে, এটা বাধ্যতামূলক করে দেয়ার কারনে, এই ব্যক্তির এ টাকাগুলো তুলতে পারল না। এমতাবস্থায় তার টাকাগুলো কোম্পানি রেখে দিবে। এটা সম্পূর্ণভাবে অন্যের সম্পদ জোর করে ভোগ দখল এবং জুলুমের অন্তর্ভুক্ত।
সুতরাং এস পি সি'র সিস্টেম নাজায়েজ হওয়ার এটাও আরেকটা কারণ।

উপরোল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আরো কিছু সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যা এস, পি, সি নাজায়েজ হওয়ার জন্য কারণ, তবে আলোচনা জটিল হয়ে জনসাধারারনের বোধগম্যে কষ্টকর হয়ে যাওয়ার আশংকায় আমরা সেগুলো উল্লেখ করছি না। তাছাড়া এই কোম্পানিগুলোর নিয়ম বা সিস্টেম পরিবর্তনশীল, তাই যেকোনো সময় তারা এগুলো পরিবর্তন করতে পারে, আমরা এখানে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলোই উল্লেখ করেছি যেগুলোর উপর এই কোম্পানির মূল ভিত্তি, যেগুলোর অনুপস্থিতিতে এই কোম্পানি তার তার অস্তিত্ব হারাবে। সুতরাং যে কোম্পানির মূল ভিত্তি ধোঁকা, আত্মসাৎ ও অস্পষ্ট সব নাজায়েয বিষয়ের উপর, তা থেকে সকলের বেঁচে থাকা অত্যান্ত জরুরী।

কোম্পানির প্রতিনিধিগণ তাদের কোম্পানির এই বিষয়গুলোর উপর জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যুক্তি পেশ করে থাকে, তাদের খোঁড়া যুক্তির ধোঁকায় না পড়ে ওলামায়েকরামের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য সকলকে আহবান করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বিষয়টা বুঝে হালালভাবে জীবিকা উপার্জনের তৌফিক দান করুন। (আল্লাহুম্মা আমীন)



## তথ্যসূত্র

(1) وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.(سورة البقرة-188)

= وقد جاء فى تفسير المنار واما الباطل فهو مالم يكن في مقابلة شئ حقيقي تفسير المنار. ( ج٢ ص ١٥٩ م دارالكتب)

= قال رئيس المفسرين عبدالله بن العباس: ( في تفسير اكل بالباطل) يأكله بغير عوض.(احكام القرآن للجصاص-3\127)

(2) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (الصحيح للبخاري

(3) ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ . (بخارى- رقم -2227 )

(4) نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع وشرط. .(الجامع للترمذي)

(5) لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. (الجامع للترمذي)

(6) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ( الصحيح للمسلم )

(7) نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صفقتين فى صفقة .
(مسند الامام احمد- 3783)

(8) عن أبي هريرة أن النبي صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. . (سنن ابي داودت الارنؤوط- 5\330)

(9) نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. صحيح مسلم -3\1153)

(10) بيع الغرر هو محمد كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.(من تعليق سنن ابن ماجه-2\739)

(11) بيع الغرر: شامل لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه. (من تعليق مختصر صحيح امام بخارى-2\50)

(12) الغرر اصطلاحا ما يكون مسطور العاقبة و لا يدرى أ يكون ام لا و فى جامع الاصول الغرر ما له ظاهر تؤثره و باطن تكره فظاهره يغر المشترى و باطنه مجهول الغرر ما يكون مستور العقبة . (المبسوط السرخسى-12\194)

(13) وَقَال الْجُرْجَانِيّ: الْغَرَرُ مَا يَكُونُ مَجْهُول الْعَاقِبَةِ، لاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ.
(التعرفات للجرجاني) قال الإمام النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.

(14) وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تُقسم وبيع النخل حتى يُحرَزَ، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة. (سنن ابي داودت الارنؤوط- 5\253)

(15) يجب بقدر العناء و التعب و هذا أشبه بأصول أصحابنا .
( تكملة رد المحتار- ١١/٧٦)

# সমাপ্ত